পৃথকীকরণ

–সঞ্চয়িতা নাথ

মায়াবী প্রকৃতির অন্তহীন তপস্যার বিমুগ্ধ চিত্র
গতিময় পৃথিবীর বুকে চিরন্তন বৈচিত্র্যের শোভা।
স্বচ্ছ সলিলে জলরাশিতে বয়ে যায় কত সাগর, নদী-মহানদী
এপার ওপার অবিরাম সমান্তরাল বাহুর সূত্র সংলাপে,
আনমনা ভাবনায় নদী তীরে কৌতূহলী প্রাণের সঞ্চার.....
কিনারা দুটি ছুঁতে চায় একে ওপরের উষ্ণ নিঃশ্বাস,
নিবিড় আলিঙ্গনে বিলীন হওয়ার উন্মাদনায় দুর্বার গতি–
কখনো কাঠ ফাটা রোদ, কখনো বর্ষার প্লাবিত ধারা।
একূল ওকূল এক সূতোয় বাঁধা পড়ার দৃঢ় সংকল্পে
কত রাত কত দিন যেন শতাব্দীর দীর্ঘ প্রচেষ্টা,
একে অন্যের মাঝে হারিয়ে যেতে ছুটছে কত পথ–
হাজার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্তি-অবসাদ
তবু বিরামহীন পায়ে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার বিলাপ।
পথে যদি কোথাও সরু বাঁক-দুটি তীর বাড়ায় তার হাত–
অকস্মাৎ গুরু গম্ভীর গর্জনে ঘন বর্ষণ নয়তো
নদীগর্ভ থেকে উঠে আসা সুশৃঙ্খল শব্দমালার প্রতিধ্বনি
তৃষ্ণার্ত নদী তীরের কাব্যিক প্রয়াসকে করে খন্ড খন্ড,
ঐকান্তিক স্বপ্নসম্ভারে যোগাযোগ উপলব্ধির মোহ মায়ায়
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভবে গড়ে তারা কৃত্রিম সেতু–
প্রবহমান বাতাসের কাদা জলে ধুয়ে যায় সেই সংযোগ স্তম্ভ,
প্রবল বন্যার তীব্র আলোড়নে প্রশস্ত ডানায় জাগে বিস্তীর্ন নদী ....
বিপুল জলরাশির ঐক্যতানে এপার ওপার যেন দিগন্তের ঐপারে,
একূল ওকূল বিচ্ছেদে করে কত কান্না– কে রাখে তার হিসেব !
এক যুগ প্রচেষ্টার কর্ম অভিমান বুকে নিয়ে একদিন তারা
অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতির চিরাচরিত অনুশাসনে মানে হায়,
চিরন্তন ছন্দের জোয়ারে নিজ নিজ কক্ষপথে অবিচল নদীতট
পাথর নুড়ি ধূলিকণা সঞ্চয়ে গড়ে বালিয়াড়ি–
শস্য শ্যামল শোভায় বিস্তৃত উর্বর জমি।
দায়বদ্ধতার স্বর্তস্ফূর্ত অঙ্গীকারে শান্তির প্রতিচ্ছবি.....